ভোরের কাগজ

তারিখ 16 December 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি ইউনিফর্মিটি আনতে পারে। অতএব, সমস্যার মূলে রয়েছে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং অপর্যাপ্ততা। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা-খাতে ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে বিধায় ইউজিসি চাহিদানুযায়ী সরকারি বরাদ্দ কম পাচ্ছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের চাহিদানুযায়ী বরাদ্দ পাচ্ছে অপর্যাপ্ত। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের সময়, সমাজ ও সভ্যতার অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালাতে গিয়ে প্রতিবছরই একটি বড়ো অংকের আর্থিক ঘাটতি নিয়ে তাদের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যার অনিবার্য ফল হিসেবে আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। বিন্দু বিন্দু জলে যে একদিন সিন্ধু হবে এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েরও মাথায় রাখা উচিত ছিল। তাহলে, আজকে আর 'শরম' করতো না। ইউজিসি প্রতিনিধিদের 'সবক' নিতে হতো না।

এবার আলোচনা করা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানো নিয়ে সরকারের পরামর্শ বা অর্থমন্ত্রীর সবক নিয়ে। একটি কথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থনৈতিকভাবে অতিমাত্রায় সরকারনির্ভর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে, কিন্তু নিজেদের অর্থের সংস্থানের জন্য অধিক মাত্রায় সরকারের ওপর নির্ভর করবে, তাতো হয় না। এ প্রশ্নটি যুক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যয়ভার প্রধানত সরকারকেই বহন করতে হবে। কেননা, এখনো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই প্রথমে আসে। পরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা ব্যয় কম, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও এক্সট্রা কারিকুলামসহ নিজেদের সুকুমার বৃত্তি-বিকাশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই মেধাবী ও দেশের সেরা শিক্ষকদের অবস্থান। তবুও, বাস্তব কারণেই অর্থমন্ত্রী ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, ভর্তি ফি বৃদ্ধি এবং হলের ছিট ভাড়া বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সুপারিশ (!) করেছেন তা বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, এখনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাৎসরিক বেতন নেওয়া হয় ১২ টাকা। হলের ছিটভাড়া নেওয়া হয় বাৎসরিক ১৫০ টাকা। আজ থেকে ২০-৪০ বছর আগেও যা ছিল আজকেও ঠিক তাই। যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই, যৌক্তিক হারে ছাত্র-বেতন ও হলের ছিট ভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে, 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার' একথা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কোনোভাবে এ অধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা-ব্যয় বাড়ালে গরিব-মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যেন উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারটিও খেয়াল রাখতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বমানের শিক্ষার সুযোগ এবং পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে, সমাজ ও সভ্যতার অভিযাত্রায় যুগোপযোগী প্রজন্ম তৈরি করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে সরকারকেই প্রধানত নজর দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড— এ কথাটি এখনো সর্বাংশে সত্য। প্রকৃত-সত্যিকার শিক্ষাই একটি জাতিকে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে সহায়তা করে। এ চরম সত্যটি সংশ্লিষ্ট সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে সমগ্র জাতিরই 'শরম' দূর হবে।

রাহমান নাসির উদ্দিন : শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।